দৈনিক খবর

019

তারিখ 13 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

কলেজ সরকারীকরণের আশ্বাস ও অবৈধ নিয়োগ প্রসঙ্গে

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার চৌদ্দগ্রাম ও চিওড়ার কলেজ দুইটি রাষ্ট্রপতি এইচ, এম, এরশাদ সরকারীকরণের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন গত মার্চে। সরকারীকরণের এই আশ্বাস পাওয়ার পর হইতে কলেজ দুইটিতে অবৈধভাবে গণ-নিয়োগ শুরু হইয়া যায়। এমনিতেই কলেজ দুইটিতে বিশেষ করিয়া চৌদ্দগ্রাম কলেজে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের যথেষ্ট নজির রহিয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন কারণে শুধুমাত্র চৌদ্দগ্রাম কলেজেই ৩ জনের স্থলে ১৪ জন পিয়ন রহিয়াছে এবং যেখানে কলেজে মাত্র ১৭/১৮ জন শিক্ষক প্রয়োজন সেখানে বর্তমানে ৩৪ জন শিক্ষক রাখা হইয়াছে। সরকারীকরণের আশ্বাসের পর তড়িঘড়ি করিয়া স্থানীয় বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা তাহাদের দলীয় ও আত্মীয়-স্বজনদের অবৈধভাবে এই সমস্ত নিয়োগ প্রদান করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় চিওড়া কলেজের কিছু শিক্ষক/ কর্মচারীকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া ছাঁটাইয়ের নির্দেশ প্রদান করিলেও চৌদ্দগ্রাম কলেজের অবৈধ নিয়োগ প্রাপ্তদের বেলায় নমনীয় মনোভাব পোষণ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এমতাবস্থায় অবিলম্বে কলেজ দুইটি সরকারীকরণের, রাষ্ট্রপতির আশ্বাস বাস্তবায়নসহ কলেজ দুইটির অবৈধভাবে নিয়োগ প্রাপ্তদের নিয়োগ বাতিল, অযোগ্য শিক্ষকদের অপসারণ করিয়া শূন্যপদে বি, সি এস উত্তীর্ণ শিক্ষকদের বদলীর ব্যবস্থা করিয়া কলেজ দুইটিতে লেখাপড়ার প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি বিশেষ আবেদন জানাইতেছি।

হাসিব, রুবেল, নজিব
গ্রাম ও পোঃ/চৌদ্দগ্রাম
চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

তোলারাম কলেজে মাস্টার ডিগ্রীসহ অনার্স কোর্স চাই

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নদী বন্দর নারায়ণগঞ্জ। প্রাচ্যের ডান্ডি বলে পরিচিত এই নারায়ণগঞ্জ। এই নারায়ণগঞ্জ জেলা থেকে প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী পাস করে বের হয়। পাস করার পর তারা পড়ে এক মহা দুশ্চিন্তায়। যারা অনার্স পড়তে চায় তাদের সবাইকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু তাদের সবার পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ঢাকার অন্যান্য যে সব কলেজে অনার্স কোর্স আছে সে সব কলেজে ভর্তি হয়ে একজন ছাত্রের প্রতিদিন নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা গিয়ে ক্লাস করার ব্যয়ভার বহন করা অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তাই বাধ্য অনেককে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনার্স কোর্সে ভর্তি হওয়ার আশা ত্যাগ করে সরকারী তোলারাম কলেজে পাস কোর্সে ভর্তি হতে হয়। কিন্তু সরকারী তোলারাম কলেজে যদি অনার্স কোর্স থাকতো তাহলে অনেকেই তাদের নির্ধারিত বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে পারতো। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী হচ্ছে সরকারী তোলারাম কলেজে মাস্টার ডিগ্রীসহ অনার্স কোর্স খোলার। তাই সরকারী তোলারাম কলেজে মাস্টার ডিগ্রীসহ অনার্স কোর্স খোলার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম এম পলাশ
বি,কম, ২য় বর্ষ
সরকারী তোলারাম কলেজ।